উন্নয়নের মূলধারায়

আলোকিত বাংলাদেশ

| দ্বিতীয় সংস্করণ

রোববার ১৮ আগস্ট ২০১৯ | রেজিঃ নং-ডিএ ৬১৯৮ | বর্ষ ৯ সংখ্যা ৩৪১ | ৩ ভাদ্র ১৪২৬ | ১৬ জিলহজ ১৪৪০ হিজরি | www.alokitobangladesh.com | thealokitobangladesh

ভূমি সেবায় হচ্ছে হটলাইন

● আমিরুল ইসলাম

ভূমি সেবা সর্বসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হট লাইন কল সেন্টার চালু হতে যাচ্ছে। এ হট লাইনে নেওয়া হবে অভিযোগ ও পরামর্শ; দেওয়া হবে দরকারি সেবা। হট লাইনে ভুক্তভোগী ভূমি মালিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক তা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে ভূমি সেবা সর্বসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে। এ জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে একটি সেল খোলা হবে। প্রাথমিকভাবে ভূমি বিষয়ে অভিজ্ঞ ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ওই সেলে দায়িত্ব পালনের জন্য পদায়ন করা হবে। তার মধ্যে পাঁচজন কর্মকর্তা থাকবেন যারা ফোন রিসিভ করবেন। হটলাইন কল সেন্টারে ৩০টি ফোন রিসিভ করার সুযোগ থাকবে। তবে এখনই নয়; পরবর্তীতে এবং পর্যায়ক্রমে। এ হট লাইন সেল চালু করতে মন্ত্রণালয়টির ব্যয় হবে ১ কোটি ৬০ লাখ ৭৭ হাজার ৩৫৪ টাকা।

এসব কিছু ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে করা হচ্ছে। এরই মধ্যে অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের সহায়তায় ই-মিউটেশন বা ই-নামজারি

১৬১২২

- ফোন করে সেবা নেওয়া যাবে
- ৩০টি লাইনের হটলাইন কল সেন্টার
- ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করার অংশ হিসেবে উদ্যোগ

কোর্স জেলায় জেলায় চালুর জন্য প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ভূমিমন্ত্রী এবং সচিব এরই মধ্যে বিভিন্ন দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তদারকি করছেন; দিয়েছেন প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনাও। এ বিষয়ে ভূমি সচিব মো. মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারি শনিবার আলোকিত বাংলাদেশকে বলেন, হট লাইন কল সেন্টার স্থাপনের কাজ চূড়ান্ত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। এ মুহূর্তে হটলাইন কল সেন্টারের কাজ শুরু করলে তারা কাটা পড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে এক কাজ দুইবার করা লাগবে, যার কারণে সব কিছু প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও হট লাইন কল সেন্টার চালু করতে পারছি না। আশা করি, শিগগিরই তা চালু করা যাবে।

৩ ফেব্রুয়ারি ভূমি সচিব মো. মাকছুদুর রহমান পাটোয়ারির সভাপতিত্বে এক সভায় মন্ত্রণালয়ে একটি হট লাইন চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় বলা হয়, ভূমির রেকর্ড সংশোধন, সায়রাত মহাল, খাসজমি বন্দোবস্ত, ভূমি অধিগ্রহণ, জিল প্রদান, লিজ নবায়নসহ যাবতীয় কাজে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা সেবা গ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে আসেন। এ সেবা প্রদান, তাদের তথ্য জানানো এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য একটি হট লাইন থাকা জরুরি। সভায় সচিব বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অনেক সেবা জড়িত। তবে প্রাথমিকভাবে সেবাগুলোর গুরুত্ব বিবেচনায় ভূমি রেকর্ড সংশোধন, ভূমি উন্নয়ন কর আদায় দিয়ে কল সেন্টার স্থাপন করা হবে। পরে পর্যায়ক্রমে ভূমিসংক্রান্ত অন্য সেবাও কল সেন্টার বা হট লাইনে দেওয়া হবে। হট লাইন স্থাপনের জন্য অতিরিক্ত সচিব

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ভূমি সেবায় হচ্ছে হটলাইন

● ১ম পৃষ্ঠার পর

প্রশাসন মো. মুজিবুর রহমানকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হট লাইন কল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে ভূমি সম্পর্কিত সেবা অধিকতর সহজে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। সেবা গ্রহীতা যদি কোনো সমস্যায় পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে হট লাইন কল সেন্টারে ফোন করলে তাকে লাইনে রেখেই যে কর্মকর্তার কাছে ওই সেবা রয়েছে, তাকে ফোন দেওয়া হবে। বিষয়টি জেনে সেবা গ্রহণকারীকে সেবা প্রদান করা হবে কিংবা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে। হট লাইন সেন্টারে প্রাথমিকভাবে ভূমি বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন যুগ্মসচিব কিংবা অতিরিক্ত সচিবকে পদায়ন করা হবে। এ ছাড়া কল সেন্টারে থাকবেন অভিজ্ঞ সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, সার্ভেয়ার, তহশিলদার, নাজির এবং কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা। তারা যেহেতু দীর্ঘ চাকরি জীবনে মাঠপর্যায়ে ভূমি নিয়ে কাজ করেছেন, সেহেতু তাদের রয়েছে ভূমি সম্পর্কিত বিরল সব অভিজ্ঞতা। তারা বিষয়গুলো ভালো বুঝবেন। তবে হট লাইন সেন্টারে কর্মরতদের জন্য বেতন-ভাতার বাইরে বাড়তি কোনো আর্থিক সুবিধা থাকছে না বলে জানান কর্মকর্তারা। প্রাথমিকভাবে প্রতি কর্মদিবসে আট ঘন্টা করে এ কল সেন্টার চালু থাকবে। দুই শিফটে কর্মকর্তা কর্মচারীরা এ সেন্টারে দায়িত্ব পালন করবেন।

হট লাইন স্থাপনের জন্য বিটিআরসি থেকে শর্টকোড পাওয়া গেছে। শর্টকোড নাম্বার হচ্ছে–১৬১২২। হট লাইন সাধারণত তিন ডিজিটের হয়ে থাকে। কিন্তু বিটিআরসি থেকে এর আগে তিন সংখ্যার হট লাইন বরাদ্দ দেওয়ায় কমপক্ষে পাঁচ সংখ্যার হট লাইন বরাদ্দ পেয়েছে বলে জানা গেছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা জানান, এরই মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের হট লাইন সেন্টার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের যোগযোগ করে তাদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা নেওয়া হয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, মাঠ প্রশাসনে ভূমি সেবা সহজ করতে ইতোমধ্যে ৩০২টি উপজেলায় ই-নামজারি চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব উপজেলায় ই-নামজারি কার্যক্রম চালু করা হবে। ভূমি রেকর্ড ও ভূমি জরিপ অধিদপ্তর এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় ইতোমধ্যে এক কোটি এক লাখ খতিয়ান অনলাইনে প্রকাশ করেছে, যা এখন অনলাইনে দেখা যায়। ফেব্রুয়ারিতে আর এস খতিয়ান সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। সাধারণ মানুষ প্রয়োজন মতো তার অংশটুকু দেখতে পারবেন। প্রিন্ট করে নিতে পারবেন না। এরই মধ্যে এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় তিন কোটি ১০ লাখ ১৭ হাজার সিএস ও আর এস খতিয়ান অনলাইনে ডাটা এন্ট্রি করেছে। এসব খতিয়ান সাধারণ মানুষ যাতে অনলাইনে দেখতে পায়, সে জন্য এটুআই প্রকল্প থেকে নাগরিক কর্নার খুলেছে। এ ছাড়া ২৪ জানুয়ারি ই-নামজারি, আরএস খতিয়ান, এবং সিএস ও এসএ খতিয়ান অনলাইনে ফি জমা প্রদান সাপেক্ষে প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য একটি পেমেন্ট গেটওয়ে তৈরি করে দিয়েছে বলে জানা গেছে।